তারিখ ..27 JUL 2008 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

বাইরের চাকরি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ফিরিয়ে আনুন

এককালে আমাদের দেশে শিক্ষকদের নৈতিকতার মান ছিল ফেরেশতাতুল্য। সেই মান এখন নামতে নামতে একেবারে প্রায় শূন্যের কোটায় এসে দাঁড়িয়েছে। একটি সহযোগী দৈনিকে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধেক শিক্ষকই একাডেমিক কর্মকাণ্ডে অনুপস্থিত' শিরোনামের সংবাদটি আমাদের বক্তব্যকেই সমর্থন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৫৫০ শিক্ষকের মধ্যে প্রায় অর্ধেক শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিভিন্ন কাজে লাগামহীনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত ৬ শতাধিক শিক্ষকের একটা প্রধান অংশ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থায় শিক্ষকতা, পার্টটাইম চাকরি এবং কনসালটেন্সি করছেন। অন্য আর একটি অংশ অবস্থান করছে দেশের বাইরে উচ্চশিক্ষার্থে কিংবা উচ্চশিক্ষার নামে অন্য চাকরিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই চিত্রটি আমাদের শিক্ষা খাতের দেউলিয়াপনাকেই দুঃখজনকভাবে তুলে ধরছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় শিক্ষকরা ইচ্ছামতো এই সুযোগটি গ্রহণ করছেন এবং বঞ্চিত করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের।

এই পটভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই ভূমিকাটি গ্রহণযোগ্য যেমন নয়, তেমনি এটাকে অনৈতিক বলেও আমরা মনে করি। শিক্ষকদের পক্ষে এই পরিপ্রেক্ষিতে একটিই শুধু কথা বলা হয়ে থাকে, আর সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কম। কিন্তু বেতন কম জেনেই তো তারা এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। এখন এই বেতনে না চললে সেটা বাড়ানোর এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষা না করে অন্য কোথাও চাকরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বঞ্চিত করার কোন অধিকার শিক্ষকদের আছে বলে আমরা মনে করি না। কোন সন্দেহ নেই, জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে অনেক গুণ। এটা সমগ্র দেশের সবার জন্যই প্রযোজ্য। জীবনযাত্রার ব্যয় একা শিক্ষকদের জন্য বাড়েনি। তারপরও একান্তই যদি এই বেতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের না চলে তাহলে চকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন কাজ ও পেশা পরিপূর্ণভাবে বেছে নেয়াটাকেই আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করব। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এসএমএ ফায়েজ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি শিক্ষকরা জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রমের ক্ষতি না করে। কিন্তু বাস্তবে সেটা হচ্ছে না। কখনও শিক্ষা ছুটি নিয়ে, কখনও ছুটি না নিয়ে গোপনে শিক্ষকরা তাদের মূল দায়িত্বকে অবহেলা করে বাইরে চাকরি করছেন নিরবচ্ছিন্নভাবেই। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে কোন নিয়মনীতি না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী বডি সিন্ডিকেটে পাসকৃত নিয়মানুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন শিক্ষক যুক্ত হতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে উপার্জিত অর্থের শতকরা দশভাগ 'ওভারহেড চার্জ' দিতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শিক্ষকরা এই শর্তটিও পূরণ করছেন না। অভিযোগ আছে যে, ওভারহেড চার্জ যাতে না দিতে হয় সেই জন্য শিক্ষকরা লুকিয়ে পার্টটাইম চাকরি ও কনসালটেন্সি করছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. আমিনুল ইসলাম শিক্ষকদের এই প্রবণতা ও কার্যক্রমকে অনৈতিক ও বেআইনি বলে উল্লেখ করেছেন। আমরা এই বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমরা শিক্ষকদের এই অশিক্ষকসুলভ কাজকে এ পেশার প্রতি অসম্মানজনক বলে মনে করি।

সব শেষে আমাদের বক্তব্য হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন কাঠামোরও পরিবর্তন করা দরকার। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলব। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে এক অর্থে আমরাও একমত যে, পাকিস্তান ও ভারতের তুলনায় আমাদের শিক্ষকরা অনেক কম বেতন পান। এই কম বেতন পাওয়ার এবং বাইরের রুজি-রোজগারের দিকে শিক্ষকদের মন চলে যাওয়ায় শুধু ছাত্ররাই বঞ্চিত হচ্ছে তা-ই নয়, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খ্যাতিমান পণ্ডিতও বের হচ্ছে না। এভাবে চলতে দেয়া যেতে পারে না। এতে করে আমাদের এ ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়টি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছবে। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, আমাদের সমগ্র শিক্ষা খাতটিতেই নেমে আসবে একটি নৈরাজ্যের করাল ছায়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী একজন অধ্যাপকের সপ্তাহে ১০টি, সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি, সহকারী অধ্যাপকের এবং প্রভাষকের ১৬টি ক্লাস নেয়ার কথা। সেখানে শিক্ষায়তনটির অর্ধেক শিক্ষকই যদি একাডেমিক কার্যক্রমে অনুপস্থিত থাকে তাহলে ক্লাসগুলোর অর্ধেকই তো শূন্য পড়ে থাকবে যথারীতি। এমতাবস্থায় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও নিজেদের স্ট্যাটাস বাড়ানোর জন্য বেশি টাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কেনার কাজটি তো করতেই থাকবে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষককে একাডেমিক কার্যক্রমে ফিরিয়ে আনার জন্য বেতন বাড়ানোসহ অন্যান্য আইনানুগ যা যা করণীয় তার সবকিছুই করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।